বাংলাদেশের ট্রেনিং সেন্টার ৫

মুঃ তারেকুল মোমেন চৌধুরী

আমরা ধারাবাহিকভাবে বাংলাদেশের বিভিন্ন কমপিউটার ট্রেনিং সেন্টারের পরিচিতি প্রকাশ করছি। এজন্য আমাদেরকে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ঘুরতে হচ্ছে। আমাদেরকে যারা সহযোগিতা করছেন তাদের প্রতি আমরা কৃতজ্ঞ।

কমপিউটারল্যাণ্ড, ঢাকা

বাংলাদেশের কমপিউটার জগতে গোড়ার দিকে এই প্রতিষ্ঠানটির আবির্ভাব। লক্ষ্য ছিল, স্বদেশে কমপিউটারকে সর্বস্তরে পরিচিত ও জনপ্রিয় করে তোলা, কমপিউটারল্যাণ্ডে হাতে-ঘড়ি দেয়া কমপিউটারের অগণিত সফল ব্যবহারকারীরাই আজ এই প্রতিষ্ঠানটির সাফল্যের দৃষ্টান্ত, শিক্ষার্থীরা এসেছেন বয়স ভেদে সমাজের বিভিন্ন স্তর থেকে ছাত্র-ছাত্রী, গৃহিনী থেকে দেশী-বিদেশী সর্বোচ্চ স্তরের কর্মকর্তাদের মাঝে কমপিউটার ল্যাণ্ডের পদচারনা এই ব্যাপক সাফল্যের পেছনে কাজ করেছে কমপিউটার স্কুলের সর্বাধিক সুব্যবস্থা উন্নত মানের প্রশিক্ষণ ও দীর্ঘ অভিজ্ঞতা।

সাতাশী হতে বিরানব্বই -সময় হিসেবে খুব দীর্ঘ না হলেও কমপিউটারায়নে কমপিউটার ল্যাণ্ডের সুদীর্ঘ পরিক্ষীত পদযাত্রা, ৫২ নিউ ইস্কাটন, ই. এম. সি. বিল্ডিং-এর তৃতীয় তলায় গোটা তিরিশ কমপিউটার, প্রিন্টার ও তাপ নিয়ন্ত্রিত সুপরিসর ক্লাস কক্ষ এবং দেশে বিদেশে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত দক্ষ প্রশিক্ষক নিয়ে এর যাত্রা শুরু কমপিউটার ল্যাণ্ডেই দেশে সর্বপ্রথম একজন এক কমপিউটার এই ভিত্তিতে ৯৫% কমপিউটার ব্যবহারের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ চালু করার গর্বিত দাবীদার।

দিনের বিভিন্ন সময় (সকাল-সন্ধ্যা) চালু বিভিন্ন কোর্সের সময়সীমা মূলত চার সপ্তাহ থেকে ছয় সপ্তাহ, প্রতি ক্লাস দু-ঘন্টা করে ছয় মাস কোর্স সমূহের মধ্যে রয়েছে জনপ্রিয় প্যাকেজ প্রোগ্রাম থেকে হাই লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজ বিভিন্ন ধরনের ওয়ার্ড প্রসেসিং স্প্রেডশীট, ডেটাবেইজ মেনেজমেন্ট এবং প্রোগ্রামিং সবধরনের এ্যাকাউন্টিং প্রোগ্রাম ও ইন্টিগ্রেটেড প্যাকেজ সমূহ, ল্যাংগুয়েজগুলোর মধ্যে রয়েছে বেসিক, প্যাসকেল, সি++ ইত্যাদি। বর্তমানে আইবিএম কমপিটিবল বাংলা ওয়ার্ড প্রসেসিংসহ ডেস্কটপ এবং অন্যান্য নূতন প্রোগ্রামের উপর ক্লাস শুরু হতে যাচ্ছে, যা আমাদের সর্বস্তরের জনসাধারনের প্রয়োজন পূরনে বিশেষ অবদান রাখবে।

দেশে অবস্থিত অধিকাংশ দূতাবাস এন. জি. ও. সাহায্য সংস্থার অভিজ্ঞ কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ দেয়ার অভিজ্ঞতা রয়েছে এই প্রতিষ্ঠানটির, অভিজ্ঞতা রয়েছে সরকারী বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের যথাযথ ট্রেনিং এর যার ফলশ্রুতিতে কমপিউটারল্যাণ্ডের আরেকটি শাখা গত ১৯৯০ সনে সম্প্রসারিত হয়েছে বন্দর নগরী চট্টগ্রামে। পূর্ব নাসিরাবাদে অবস্থিত চট্টগ্রাম শাখার সাফল্যে ভবিষ্যতে বাংলাদেশের অন্যান্য শহরেও এর বিস্তারের সম্ভাবনা রয়েছে। প্রশিক্ষণে অদ্বিতীয় হলেও এর অন্যান্য বিভাগ ইতিমধ্যে যথেষ্ট জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। প্রকৃত পক্ষে কমপিউটারল্যাণ্ডের লক্ষ্য ব্যাপক, For Everything in Computers মোটো (MOTTO) তার স্বাক্ষর, কমপিউটার ও তার আনুসাঙ্গিক সব বাজারজাত করন, হার্ডওয়ার সার্ভিস, ব্যুরো সার্ভিস, প্রজেক্ট ইমপ্লিমেন্টেশান, কনসালটিং সার্ভিস, নেটওয়ার্ক এবং টেলিকমিওনিকেশন, একাউনটিং ও ভাতা বিল সার্ভিস, ব্যাংকিং সফটওয়ার সার্ভিস মিডিয়া কনভারশন থেকে সফটওয়্যার ডেভলপমেন্টেও রয়েছে নিরলস সাফল্য ও অভিজ্ঞতা।

দেশে বিদেশে কমপিউটার ল্যাণ্ডের সফটওয়্যার ব্যবহারকারী রয়েছে প্রচুর।

কমপিউটারায়নকে শহর থেকে বিকেন্দ্রীকরণ, সবার জন্য উপযোগী সফটওয়্যার তৈরী ও ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ দেয়া এবং বিদেশের সাথে যৌথ উদ্যোগের মাধ্যমে ডাটা ট্রেন্সফারসহ একটি নন্দিত শিল্প হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করাই এই প্রতিষ্ঠানটির কাম্য। ✱

অভিজ্ঞতার আলোকে

কমপিউটার সেন্টারগুলোর জন্য নীতি থাকা দরকার

মোঃ শহিদুল ইসলাম
কমপিউটার ল্যাব, বগুড়া পলিটেকনিক ইন্সঃ,
বগুড়া - ৫৮০০

কেবলমাত্র দেশ ও জাতীর সেবার উদ্দেশ্যে, অর্থলাভের উদ্দেশ্যে নয়, এমনভাবে কাজ করে যাচ্ছে যে প্রতিষ্ঠান, সেটি হলো কমপিউটার ল্যাব, বগুড়া পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, বগুড়া। আমরা বগুড়ার ভাইবোন এবং কমপিউটার ব্যুরো ঐ দুই প্রতিষ্ঠানকে সফটওয়্যার-এর সাহায্য দিয়ে থাকি। বাংলাদেশে মোট ২০টি পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট। তার মধ্যে প্রথমস্থান অধিকারী ব্যতিক্রমধর্মী পলিটেকনিক বগুড়া পলিটেকনিক। বাংলাদেশের প্রতিটি পলিটেকনিকে তিন বৎসর মেয়াদী প্রকৌশল ডিপ্লোমা কোর্স, কারিগরী শিক্ষাবোর্ড, ঢাকা কর্তৃক নির্ধারিত। এখনো কোন পলিটেকনিকে কমপিউটার বিষয়ে প্রকৌশল ডিপ্লোমা কোর্স চালু হয় নাই। অর্থাৎ কমপিউটার পলিটেকনিক ছাত্রদের বলতে গেলে নাগালের বাইরেই রয়ে গেছে। সেক্ষেত্রেও বগুড়া পলিটেকনিক সাহসী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এখানে বর্তমানে প্রতিটি ছাত্রের ডস থেকে শুরু করে যে কোন প্রোগ্রামিং ভাষা বিনা খরচে অর্থাৎ কোন পয়সা না নিয়ে শেখানো হয় শুধুমাত্র ছাত্রদের কল্যাণে। এতে মাননীয় অধ্যক্ষ, জনাব মফিজুর রহমান সাহেবের অবদান সবচেয়ে বেশী। সরকারী সাহায্য যদিও নাই, তবুও তিনি সর্বক্ষন খেয়াল রাখেন কি ভাবে প্রতিটি কাজে (পড়াশুনায়, অফিসের কাজে, সফটওয়্যার তৈরী) কমপিউটারকে লাগানো যায়। বর্তমানে এখানে, ডস, ওয়ার্ডস্টার ৪/৬, ওয়ার্ডপারফেক্ট ৫.১, হার্ভার্ড গ্রাফিক্স, এসপিএসএস, ক্যাড, অটোক্যাড, ডিবেজ, টারবো প্যাসকেল, টারবো বেসিক, টারবোসি সি++, ফোরট্রান, এসেম্বলী ল্যাঙ্গুয়েজ প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হয়। এছাড়াও রয়েছে ছোট ছোট প্যাকেজ বা গেম যার কারণে শিক্ষার্থীরা আগ্রহী হয় শেখার জন্য। প্রতিটি শিক্ষক ও ছাত্রদেরক জন্য রয়েছে পূর্ণ সহযোগিতা। তবুও বলতে হয় কেন জানি না, শিক্ষার্থীদের সবার আগ্রহ, বিশেষ করে শিক্ষকেরা শিক্ষা গ্রহণ করতে আগ্রহী নয়। ছাত্ররা বেশ আগ্রহী। আমাদের পিসি দুইটি আই বি এম এক্সটি এছাড়াও ডিজিটাইজার প্লটার প্রিন্টার আছে যদিও তবুও মনে করি সরকারের সাহায্য প্রয়োজন। আমি যখন অফিসার ইনচার্জ হিসাবে দায়িত্ব গ্রহণ করি তখন, দুইটি পিসি-ই খারাপ, প্রিন্টার দুইটিও খারাপ ছিল। আর যত্নের অভাবে মেশিনের সাথে দেওয়া প্রতিটি ডিস্কেট ছিল ফাঙ্গাসপূর্ণ ও ব্যবহারের অযোগ্য। কোন ড্রাইভ কাজ করতো না। মেশিন 'অন' ই হতো না। দীর্ঘ কঠিন পরিশ্রমের ফলে ও অধ্যক্ষ সাহেবের সহযোগিতায় মেশিনগুলি ভাল করি। ল্যাবটি ছিল ব্ল্যাকবোর্ডের ওয়ালের সহিত। ল্যাব এয়ার টাইট না থাকায় 'চকের' সমস্ত গুড়া ল্যাবে ঢুকতো। এব্যাপারেও অধ্যক্ষ সাহেবের পূর্ন সহযোগীতা পাই। আমি ঢাকা বি. আই. টি-এর ছাত্র ছিলাম। সেই হিসাবে বেশীর ভাগ সফটওয়্যার সেখান থেকে জোগাড় করি এবং ল্যাবেরকাজ শুরু করি পূর্ন ভাবে। এই সময় বাইরের প্রশিক্ষন কেন্দ্রগুলো থেকে আমাকে পার্ট টাইম শিক্ষক হিসাবে নেওয়ার জন্য প্রস্তাব আসে। তাদের প্রস্তাব প্রথম দিকে ফিরিয়ে দেয়নি। ভেবেছিলাম অর্থলাভ হবে, ও

(৫৩ নং পৃষ্ঠায় দেখুন)

কমপিউটার ব্যুরো, চট্টগ্রাম

দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম নগরী চট্টগ্রামের কমপিউটার প্রশিক্ষণের অন্যতম অগ্রদূত কমপিউটার ব্যুরো। সি. ডি. এ. এভিনিউ, পূর্ব নাসিরাবাদে অবস্থিত এ প্রতিষ্ঠানটি ১৯৮৮ সাল থেকে একনিষ্ঠভাবে বন্দর নগরীতে প্রশিক্ষণ কর্মসূচী চালিয়ে যাচ্ছে। এই প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান এবং কোর্স পরিচালনার ব্যাপারে জনাব রাশেদ উদ্দিন আহমেদ-এর একক ও নিরলস প্রচেষ্টা উল্লেখ করার মত প্রশংসনীয়।

প্রতিষ্ঠানটির পাঠ্যসূচী প্রণয়নে ঢাকার সিএসএল, আইসিসি, সিআইই যথেষ্ট সহায়তা করেছেন বলে জনাব আহমেদ জানান। এতে সিঙ্গাপুরের জেনেটিক কমপিউটার স্কুলের পাঠ্যসূচীও অনেকটা অনুসরণ করা হয়। মেশিন স্থাপনের সময় ঢাকার ডাটেক, সিএসএল, গ্রাফিকস, ফ্লোরা প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান সহযোগিতার হাত বাড়িয়েছেন বলে কমপিউটার ব্যুরোর পক্ষ থেকে জানানো হয়।

বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটির সার্বিক তত্ত্বাবধানে আছেন ট্রেনিং ম্যানেজার জনাব তসলিম চৌধুরী। মূলতঃ সবকিছুরই তদারকি করছেন তিনি। কমপিউটার জগৎ-এর প্রতিনিধির সাথে আলাপকালে তিনি জানান কমপিউটার ব্যুরো মান উন্নত পর্যায়ে রাখার জন্য প্রত্যেক কোর্সে প্রতি ৫ দিন পর পর নিয়মিত এবং কড়াকড়িভাবে পরীক্ষা নেয়া হয়। তাঁর মতে শুধু সার্টিফিকেট বিতরণ না করে সকল প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে একই পাঠ্যক্রম ও পাঠের নিয়মিত মূল্যায়ন প্রয়োজন। সংক্ষিপ্ত কোর্স হলেও এরূপ নিয়মিত পরীক্ষা নেয়া উচিৎ। দেশে বর্তমানে খুব ভাল প্রশিক্ষণ হচ্ছে না। এখানে নির্দিষ্ট মান বা ষ্ট্যান্ডার্ড নেই।

তবে যেহেতু সরকারের সহযোগিতা ছাড়াই দেশে কমপিউটার শিক্ষা এতদূর এগিয়েছে তাই সরকারের কোনরূপ নিয়ন্ত্রণ থাকা যুক্তিযুক্ত হবে না। দেশে বেসরকারী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র হয়েছে বলেই এখানে কমপিউটার শিক্ষার প্রসার হয়েছে। এটা অবশ্যই প্রশংসনীয়। কাজেই কোন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র বন্ধ না করে তাদের মান নিয়ন্ত্রণ করা উচিৎ। এব্যাপারে কমপিউটার সোসাইটির এগিয়ে আসা উচিৎ বলে জনাব তসলিম চৌধুরী জানান। চট্টগ্রাম ছাড়াও এ প্রতিষ্ঠানটির ঢাকা এবং বগুড়ায় শাখা কেন্দ্র রয়েছে। ✱

মাল্টি মিডিয়া তৈরিতে জাপান-আমেরিকা কোম্পানীর যৌথ প্রকল্প

জাপানের মাতুশিতা ইলেক্ট্রিক ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল কোং ঘোষনা করেছে যে মাল্টিমিডিয়া কমপিউটার তৈরীর জন্য তারা আমেরিকান টেলিফোন এণ্ড টেলিগ্রাফ কোং (এটি এণ্ডটি)–র সাথে একটি যৌথ প্রকল্পের ব্যাপারে আলোচনা চালাচ্ছে।

মাল্টিমিডিয়া কমপিউটারে শব্দ, টেক্সট, ভিডিও এবং এনিমেশন সমূহকে একত্রিত করা হয়।

এই প্রকল্পের জন্য এটিএণ্ডটির অপর প্রতিদ্বন্দ্বী কোম্পানী হলো ক্যালিফোর্নিয়ার স্যান সেটিও–র ইলেক্ট্রনিক আর্টস।

ন্যাশনাল ব্রাণ্ড ইলেক্ট্রনিক সামগ্রীর নির্মাতা মাতুশিতা কমপিউটার রাজ্যে প্রবেশে বাধ্য হয় তার প্রতিদ্বন্দ্বী সনি কর্পোরেশন এ্যাপেল কমপিউটারের সাথে কমপিউটার উৎপাদনে জোট বাধার কারনে।

মাতুশিতা মনে করে যে মাল্টিমিডিয়া কমপিউটার উদ্ভাবনের এলাকায় কোম্পানীসমূহ বেশ কয়েকটি যৌথ প্রকল্প হাতে নিয়েছে তাই তারা আর সময় অপচয় করতে চায় না। ✳

আজম মাহমুদের প্রস্তাবনা ফিফায় সমাদৃত

বিশ্বব্যাপী ফুটবলের ব্যাপক বানিজ্যিক প্রসার, জনপ্রিয়তা এবং বিশ্বকাপ ফুটবলের সাফল্যের প্রেক্ষাপটে ফুটবলের সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষ ফিফাকে একটা শক্তিশালী ও পূর্নাঙ্গ কমপিউটার পদ্ধতিতে সজ্জিত করার ব্যাপারে বাংলাদেশী ক্রীড়া লেখক আজম মাহমুদ ফিফার কাছে কমপিউটার প্রকল্পের রূপরেখার যে বিস্তারিত প্রস্তাবনা পেশ করেছিলেন ফিফা–র কমপিউটার প্রধান ই,আর, শ্মিড তার পাঠানো ১৬ মার্চের এক পত্রে তাকে স্বাগত জানিয়েছেন।

এই প্রস্তাবনায় কেবল ফিফার প্রধান কেন্দ্রই নয়, ১৯৯৬ সালের মধ্যে ফিফার সদস্য পৌনে দুই শর্তর মত জাতীয় ফুটবল ফেডারেশনের খেলোয়াড় নিবন্ধিকরণ, দল বদল, প্রশিক্ষণ, পরিসংখ্যান, বয়স ভিত্তিক ফুটবল, প্রশাসন, ষ্টোর, হিসাব, অর্থ এবং টিকিট নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি এলাকাকে পর্য্যায়ক্রমে একটা অভিন্ন কমপিউটার পদ্ধতির মধ্যে আনার সমন্বিত উদ্যোগের কথা বলা হয়। ফিফার বিভিন্ন উপ-কমিটির মত একটি পৃথক ইলেক্ট্রনিক ডাটা প্রসেসিং উপ কমিটি গঠন করে ব্যাপক কমপিউটারায়ন বাস্তবায়িত করার প্রস্তাব ছিল তাতে। ফিফা এই প্রস্তাবনাকে 'দারুণ উৎসাহ ব্যাঞ্জক' বলে বর্ণনা করে পুরো বিষয়টি তাদের মনযোগ আকর্ষণ করেছে বলে জানিয়েছে। ফিফা আশ্বাস দিয়েছে যে এ ব্যাপারে যে চ্যালেঞ্জ আগামী বছরগুলিতে রয়েছে তা আজম মাহমুদের পত্রে বর্ণিত রূপরেখা ধরেই এগিয়ে যাবে।

সুইজারল্যাণ্ডের জুরিখে অবস্থিত ফিফার মত একটা শক্তিশালী, সচ্ছল ও প্রসিদ্ধ বিশ্ব সংস্থা কর্তৃক তৃতীয় বিশ্বের একটা কমপিউটার অনগ্রসর ছোট দেশের পাঠানো প্রস্তাবনার উদার প্রশংসা ও স্বিকৃতি সরকারী পৃষ্ঠপোষকতাবিহীন এদেশের সাহসী কমপিউটার অগ্রযাত্রায় নতুন আত্মবিশ্বাস যোগাবে বলে 'কমপিউটার জগৎ' মনে করে। ✪

WISTAR -এর কর্মশালা

গত ২১ শে এপ্রিল মাননীয়া প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া উইস্টার বাংলাদেশ আয়োজিত মহিলাদের জন্য "ডাটা এন্ট্রি বিষয়ক কমপিউটার প্রশিক্ষণ" কোর্সের সাফল্যের সাথে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের সার্টিফিকেট বিতরণ করেন। মাননীয়া প্রধানমন্ত্রী ব্যক্তিগত উৎসাহে ও আর্থিক সহায়তায় বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের সংক্ষিপ্তাকারে শেখানোর ব্যবস্থা করা হয়। প্রথম দিনে ইলেকট্রনিকস, কমপিউটার, হার্ডওয়ার, সফটওয়্যার, ডাটা এন্ট্রি প্রভৃতি বিষয়ে তাত্বিক ও হাতে কলমে প্রশিক্ষন দেন ডঃ শমসের আলী, ডঃ আনোয়ার হোসেন, ডঃ লুৎফর রহমান ডঃ মাধবী ইসলাম, মিসেস আনিসা বেগম, ডঃ শাহিদা রফিক কমপিউটার জগতের মোঃ

WISTAR –এর ডাটা এন্ট্রি–র কোর্স সমাপ্তকারীদের সনদপত্র বিতরণ করছেন মাননীয়া প্রধানমন্ত্রী।

ইনস্টিটিউট অব সায়েন্টিফিক ইনস্ট্রুমেন্টেশন–এ প্রাথমিক পর্যায়ে ৪০ জন মহিলাকে গত ফেব্রুয়ারী–মার্চ পাঁচ সপ্তাহ ব্যাপী এ কোর্স পরিচালনা করে উইস্টার বাংলাদেশ। আই এস আই এর পরিচালক মরহুম অধ্যাপক নূরুল ইসলামের প্রত্যক্ষ সহযোগীতায় এবং উইটার এর নির্বাহী পরিচালক ডঃ শাহিদা রফিকের তত্বাবধানে এটি সম্পন্ন হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঐ দিন ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে উইষ্টার বাংলাদেশ আয়োজিত" বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও নারী সমাজের অধিকার সম্পর্কিত পাঁচদিনব্যাপী জাতীয় কর্মশিবির ও উদ্বোধন করেন।

কর্মশিবিরে উপজেলা পর্যায়ের মহিলাদেরকে দৈনন্দিন জীবনে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি এবং জীবন যাত্রার মান উন্নয়নে তার প্রায়োগিক কলাকৌশলগুলো আবদুল কাদের ও মিসেস সুস্মিতা, সভাপতিত্ব করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য, ইউজিসির চেয়ারম্যান ডঃ এম শামসুল হক। অনুষ্ঠানে কমপিউটার জগতের সৌজন্যে কমপিউটার প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা করা হয়। এর আগে সকালে উদ্বোধনী পর্বে প্রধান অতিথি মাননীয়া প্রধানমন্ত্রী ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রীপরিষদের সদস্যবর্গ, সচিবগণ ও অন্যান্য উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাবৃন্দ। উইস্টার এর নির্বাহী পরিচালক ডঃ শাহিদা রফিকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী ব্যারিষ্টার জমিরউদ্দিন সরকার, সমাজ কল্যাণ ও মহিলা বিষয়ক মন্ত্রী তরিকুল ইসলাম প্রতিমন্ত্রী বেগম সারওয়ারী রহমান ডঃ জে এন তাহমিদা খান, খোদেজা আজম। – এবং ইউনেস্কোর আবাসিক প্রতিনিধি মি. কোল পি জজ প্রমুখ। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন ডঃ শামিমা চৌধুরী। ✳

৪৩ নং পৃষ্ঠার পর

অভিজ্ঞতার আলোকে

দশজনকে শেখার মনের মত করে বা দক্ষ আরো লোকের সংগে পরিচিত হবো। কিন্তু সে আশায় গুড়ে বালি। বাইরের প্রতিটি (বগুড়ার লোকাল) প্রশিক্ষন কেন্দ্রের একই অবস্থা প্রচুর সফটওয়্যার সংকট, দক্ষ শিক্ষকের সংকট, নেই কোন নির্দিষ্ট সিলেবাস। যার ফলে শিক্ষার্থীরা যা শিখছে তা বাস্তবে প্রয়োগ করতে পারছে না। শুধু অর্থ লাভের ব্যবসা চলছে। প্রোগ্রাম-এর নামে প্যাকেজ শেখানো হচ্ছে। এসব আমাকে খুব পীড়া দিল। আমার মনে পড়ে, রাজশাহী বি, আই, টি–এর ৬জন ছাত্রদের ফোরট্রান প্রোগ্রাম শেখানোর জন্য আমাকে এক কমপিউটার সেন্টার পার্টটাইম শিক্ষক হিসাবে নিল, আমি জানতাম ৩ মাসের কোর্স, পরে ছাত্রদের থেকে জানলাম মাত্র ২০ দিনের কোর্স শেখানো হবে, সপ্তাহে তিনদিন করে। অর্থাৎ মাত্র ৯দিন। যা মোটেও সম্ভব নয়। আমি ২০ দিন শেখানোর পর ঐ সেন্টার থেকে নির্দেশ দেওয়া হলো কোর্স বন্ধ করার। কারণ দু একজন ছাত্র পয়সা দেয় নাই। এখানেও জানা গেলো দু, একজনের মাত্র ৫০% বাকী ছিলো। সবাই টাকা পূর্ন পরিশোধ করেছে। ফলে যা হবার তাই হলো। ছাত্রদের বি, আই,টি খোলার কারণে চলে

যেতে হলো। লাভবান হলো কমপিউটার সেন্টার। এদৃশ্য নিঃসন্দেহে পীড়াদায়ক। এজন্য নীতি নির্ধারন হওয়া উচিৎ কে কি শিখাচ্ছে।

আমি এখানে একটি 'কমপিউটার জগৎ' গ্রহণ করি। ঢাকায় থাকা অবস্থায়; নিয়মিত নিতাম। তবে এখানে ছাত্র সংখ্যা প্রায় ১০০০ জন। ফলে খুব অসুবিধা হয়। শুধু আমি নয়, যারা আমার থেকে পত্রিকাটি নিয়ে পড়ে প্রত্যেকেই আরো বেশী আগ্রহী হয় এর প্রতি। আমার ব্যক্তিগত সংগ্রহের বই পুস্তক দিয়ে এখানে 'কমপিউটার লাইব্রেরী' রেখেছি। যেখানে সবাই পড়তে পারে। ভবিষ্যতে কোন সঠিক ও সহৃদয় পথ নির্দেশনা পেলে আরো উৎসাহ নিয়ে কাজ করতে পারবো। বলে আশা রাখি। ✳